উপস্থিত- **মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ**

সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষ পৃথক হাজিরা দাখিল করেছেন।

অতপর নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। মিস্ মামলার দরখাস্ত, তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বিবাদী-প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় ৬ নং বাদী-প্রার্থীক ও ১-৫/৭-২২ নং বাদীগণ অত্রাদালতে অপর ৫০/২০১০ নম্বর মোকদ্দমা আনয়ন করেছিলেন। উক্ত মামলা পরিচালনার ভার ছিল ২ নং বাদীর উপর। উক্ত ২ নং বাদী ডিসেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত মামলা নিয়মিত তদবির করে আসছিলেন। কিন্তু ২১/০১/২০১৮ সনে উক্ত বাদী হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে ০২/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ১ নং মূল বিবাদী বাদীগণকে নালিশী ভুমি বিষয়ে তারা ডিক্রী পেয়েছে মর্মে প্রকাশ করিলে প্রার্থীকগণ আদালতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে মূল মামলাটি ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তদবিরের অভাবে খারিজ হয়। অত্র প্রার্থীক গরীব রিক্সাচালক হয়। মামলার তারিখ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। জানলে যথাসময়ে তদবির করতেন। তদ্বির গ্রহণে ব্যর্থতা বাদী-প্রার্থীর অবহেলাজনিত নয়। এমতাবস্থায় উক্ত অপর ৫০/২০১০ নম্বর মূল মোকদ্দমার বিগত ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিতক্রমে মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে পূর্বাবস্থায় পুনর্বহালের প্রার্থনা করেছেন। উল্লেখ প্রার্থীপক্ষ ৭০১ দিন বিলম্বে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অন্যদিকে, প্রার্থীপক্ষের মামলাকে অস্বীকার পূর্বক ১ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করে অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদী-প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, বিরোধীয় ভুমিতে প্রার্থীকগণ নিঃস্বত্ববান ব্যাক্তি হওয়ায় প্রকৃত স্বত্বদখলকার অত্র বিবাদীদের বিরুদ্ধে অযথা হয়রানীমূলক অত্র মামলা আনয়ণ করেছে। বিগত ২৩/০৯/২০১৮ ইং তারিখে প্রার্থীপক্ষের তদবিরের অভাবে অপর ৫০/২০১০ নং মামলা খারিজ হয়। প্রার্থী অত্র মিস মামলা তামাদি মেয়াদ অতিক্রান্তে দায়ের করেন। এমতাবস্থায় প্রার্থীপক্ষের আনীত দরখাস্ত তামাদি দ্বারা বারিত বিধায় অত্র মিস মামলা নামঞ্জুরাদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

১) অপর ৫০/২০১০ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদ রহিত যোগ্য কি না?

২) প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

অত্র মামলায় প্রার্থীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা মোঃ ফোরকান (Pt.W.1)। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা- আঃ গণি (Op.W.1)।

মোঃ ফোরকান (Pt.W.1) এবং আঃ গণি (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে মিস্ মামলার দরখাস্ত ও তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিকে সমর্থন করেছেন।

বিচার্য বিষয় নম্বর : ১ অপর ৫০/২০১০ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদরহিতযোগ্য কি না এবং বিচার্য বিষয় নম্বর ২ : প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গৃহীত হলো।

মোঃ ফোরকান (Pt.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি মূল মামলার ৬ নং বাদী ছিলেন। মূল মামলা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ২ নং বাদীর উপর। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত উক্ত ২ নং বাদী স্ট্রোক করে মারা যান। পরবর্তীতে তারা মামলা বিষয়ে কোন খোঁজ নেননি। ০২/০৯/২০ তারিখে ২ নং বিবাদী থেকে বিষয়টি জেনে তারা কোর্টে খোঁজ নেন এবং জানতে পারেন যে২৩/০৯/২০১৮ ইং তারিখে মূল মামলাটি তদবিরের অভাবে খারিজ হয়। খারিজ হবার বিষয়টি তারা জানতেন না। তিনি গরীব বিধায় মামলার খোঁজ নিতে পারেননি। তিনি মূল মামলা পূর্নবহালের প্রার্থনা করেন।

জেরাতে তিনি বলেন যে, তিনি রিক্সাচালক। মূল মামলা খারিজের বিষয়ে জানতেন না। আইনজীবীর কাছ থেকে শুনেছেন। সত্য নয় তিনি খারিজের বিষয়টি পূর্ব হতে জানতেন। সত্য নয় প্রতিপক্ষ কে ঘুরানোর জন্য অত্র মিস মামলা করেছেন।

আঃ গণি (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন, নালিশী জমিতে বাদীর কোন স্বত্ব দখল নেই। বাদী সবসময় সময়ের দরখাস্ত দিত কোন তদবির নিত না। হয়রানী করার জন্য বাদী অত্র মামলা করেছে। ২৩/০৯/২০১৮ তারিখে মূল

মামলায় ইচ্ছাকৃতভাবে তদবির গ্রহন না করায় মূল মামলা খারিজ হয়। খারিজ আদেশ যথাযথ। জেরাতে তিনি বলেন, সেকান্দার মিয়া কে চিনেন না। প্রার্থীক কে চেনেন। সত্য নয় যে, সেকান্দার মিয়া স্ট্রোক করে মারা যাওয়ার পর সঠিকভাবে বাদীপক্ষ তদবির গ্রহন করতে পারেননি। বাদীর মিস মামলা মঞ্জুরে তার আপত্তি আছে।

উক্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় , প্রার্থীপক্ষ মূল মামলা খারিজের কারণ হিসেবে ধার্য তারিখে মামলার মূল তদবির কারক ২ নং বিবাদী মৃত্যুজনিত কারনে তদবির গ্রহন করতে না পারায় এবং প্রার্থীপক্ষকে মামলার তদবিরকারক মামলার তারিখ সঠিকভাবে অবগত না করার দাবি করেছেন। প্রার্থীপক্ষ পূর্বের তারিখসমূহে আদালতে নিয়মিত উপস্থিত থাকার বিষয়ে বলেছেন। নথি দৃষ্টে দেখা যায়, মামলাটি ২-৯ নং বিবাদীর নামীয় সমন জারি বিষয়ে বাদীপক্ষের তদবির গ্রহন পর্যায়ে মামলাটি খারিজ হয়। খারিজাদেশের পূর্বে ১২/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাদীপক্ষ সর্বশেষ হাজিরা দাখিল করেছিলেন। পরবর্তী তিনটি ধার্য তারিখে বাদীপক্ষ প্রয়োজনীয় তদবির গ্রহন না করায় মামলাটি খারিজ হয়। ইহা স্বীকৃত যে, বাদীপক্ষে মূল মামলা পরিচালনায় দায়িত্ব ছিলেন ২ নং বাদী। উক্ত ২ নং বাদী ২০১৮ সনের জানুয়ারিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং মামলাটি ২৩/০৯/২০১৮ ইং তারিখে খারিজ হয়। যেহেতু খারিজাদেশের পূর্বে বাদীপক্ষ কয়েকটি তারিখে নিয়মিত হাজির ছিল সেকারনে প্রার্থীপক্ষের মামলা পরিচালনায় অনীহা আছে এরুপ ভাবার অবকাশ নেই। স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে মূল মামলার তদবিরকারকের মৃত্যুজনিত কারনে অপরাপর বাদীগণ মামলার তারিখ সঠিকভাবে অবগত না হওয়ায় প্রার্থীপক্ষ সেদিন উপস্থিত হতে পারেননি। প্রার্থীক একজন অশিক্ষিতি রিক্সাচালক হয়। তিনি অভাবগ্রস্থহেতু মামলা বিষয়ে খোঁজখবর নিতে পারেননি মর্মে দাবি যৌক্তিক ও বিশ্বসযোহগ্য প্রতীয়মান হয়েছে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় প্রার্থীকগনের অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি নমনীয় দৃষ্টে নেওয়া হলে প্রকৃত ন্যায়বিচার হবে মর্মে বিবেচনা করি। দরখাস্ত আনয়নে ৭০১ দিন বিলম্ব হলেও বিলম্বের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক। যেহেতু প্রার্থীপক্ষ মামলা পরিচালনায় আগ্রহী সেহেতু অত্র মিস মামলা ন্যায় বিচার স্বার্থে মঞ্জুর হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি। সুতরাং অত্র মিস্ মামলা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অতএব, বিচার্য বিষয়দ্বয় বাদী-প্রার্থীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ মামলা ১ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ১০০০ (এক হাজার) টাকা খরচাসহ মঞ্জুর হলো।

এতদ্বারা মূল মোকদ্দমায় গত ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিত করা হলো। মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে সমন জারি বিষয়ে তদবির গ্রহন পর্যায়ে আগামী ১২/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিধ ধার্যে পুনর্বহাল করা হোক।

অত্রাদেশ বাদী-প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক খরচা বাবদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা আগামী ১২/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে দাখিল সাপেক্ষে কার্যকর হবে। উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচার টাকা দাখিলের ব্যর্থতায় অত্র মঞ্জুরাদেশ রদরহিত মর্মে গণ্য হবে।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম